ছেলের মৃত্যুতে পুলিশের আচরণে হতাশ

উত্তর প্রদেশে আখতারের সপরিবারে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ

বাঘপত, ৩ অক্টোবর : ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যু যে হত্যাকাণ্ড তা বুঝতে পেরেছিলেন আখতার। কিন্তু বুঝল না পুলিশ। তারা অস্বাভাবিক মৃত্যুর রিপোর্ট দিল। ফলে হতাশ উত্তর প্রদেশের ছাপড়াউলি থানার অন্তর্গত বাদারখা গ্রামের আখতার। আখতার এতটাই হতাশ যে সোমবারই পরিবারের বাকি ১২ সদস্যকে নিয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ওই অঞ্চলের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে ধর্ম পরিবর্তন করতে চেয়ে হলফনামা জমা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তাদের এই সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করা শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের এক মুখপাত্র।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আখতার বলেছেন, ছেলের হত্যাকাণ্ডের উপযুক্ত তদন্ত যাতে হয় সেজন্য ধর্ম পরিবর্তন করেছেন। যোগী আদিত্যনাথের রাজত্বে এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ সপা, বসপা, কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। উপযুক্ত তদন্তের জন্য কেন একজনকে ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা। এদিকে বাঘপতের জেলাশাসক ঋষিরেন্দ্র কুমার আখতারের ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়টি যে সঠিক তা জানিয়েছেন। জেলাশাসকের মতে, কয়েক মাস আগে আখতারের ছেলের মৃত্যু হয়, সেই মৃত্যু নিয়ে পুলিশি তদন্তে খুশি নয় পরিবারটি। তাই সপরিবারে তারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। আখতারের পরিবার যে প্রথা মেনে ধর্ম পরিবর্তন করেছে তা জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের যুব হিন্দু বাহিনীর (ভারত) রাজ্য প্রধান সৌকেন্দ্র খোক্কর।

খোক্করের দাবি, আখতারের ছেলে গুলসামকে নাকি হত্যা করা হয়। একটি গাছ থেকে তার দেহ ঝুলছিল। সে আত্মহত্যাও করে থাকতে পারে। কিন্তু গুলসামের পরিবার বার বার দাবি করতে থাকে, তাঁকে হত্যা করাই হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশ এটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে সিদ্ধান্তে আসে। যুব হিন্দু বাহিনীর এই নেতার দাবি, আখতার সে সময় মুসলিম সমাজের কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন, কিন্তু কেউই প্রথমে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। পরে দু'একজন এগিয়ে এলেও প্রকৃত সাহায্য বলতে যা বোঝায় তার কিছুই পাননি আখতার। এই ঘটনায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি এবং সপরিবারে ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন।

কীভাবে ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে জানতে চাওয়া হলে খোক্কর জানিয়েছেন, গেরুয়া উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে জয় শ্রীরাম মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেন। এমনকি ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নামেরও পরিবর্তন হয়েছে। বাদারখা গ্রামে মঙ্গলবার হনুমান চালিশা পাঠেরও আয়োজন হয়। সেখানে গ্রামবাসীদের অনেকেই হাজির ছিলেন। আখতারের পরিবারের যেসব সদস্যরা হিন্দু হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন নাফিসা, জাকির, দিলসাদ, নৌসাদ, ইরশাদ এবং অন্যরা।

বাঘপতের জেলাশাসক ঋষিরেন্দ্র কুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি কিছুটা এড়িয়ে গিয়ে বলেন, বারাহুত তহশিলের কিছু মানুষ স্বেচ্ছায় তাঁদের ধর্ম পরিবর্তন করেছেন। তারা প্রশাসনের কাছে তাঁদের হলফনামাও জমা দিয়েছেন। তবে তাঁদের জোর করে কেউ হিন্দু ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেনি জানিয়ে জেলাশাসক বলেছেন, ছেলের মৃত্যুর তদন্ত নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়াতে তারা ধর্ম পরিবর্তন করেছেন। বাঘপত জেলার পুলিশসুপার বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। জেলার পুলিশসুপার শৈলেশ কুমার পাণ্ডেও বিষয়টি কার্যত এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, বাঘপতের কিছু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ধর্ম পরিবর্তন করেছেন বলে জানা গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিরোধী দলগুলি। হিন্দু না হলে অন্য সম্প্রদায়ের পরিবারের কোনও সদস্যের মৃত্যু নিয়ে সঠিক তদন্ত কেন হবে না সেই প্রশ্নও তুলেছেন তারা। কে আখতারকে ধর্ম পরিবর্তনে উসকানি দিয়েছে তাও জানতে চেয়েছেন বিরোধীরা। যদিও প্রশাসনের তরফে বিষয়টি দেখছি, দেখব করেই কাটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

দলের আগে আমি 'ভারতীয় জনতা' : শত্রুঘ্ন

পাটনা সাহিব, ৩ অক্টোবর : বিহারের পাটনা সাহিব কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে নির্বাচিত সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা দাবি করেছেন, তিনি দলের আগে 'ভারতীয় জনতা'। কোনও দলের কাছে আনুগত্য স্বীকারের আগে মনে রাখতে হবে তিনি দেশের মানুষ। পাটনা সাহিব লোকসভা কেন্দ্রের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলিউডের এই প্রাক্তন অভিনেতা ও রাজনীতিক কিছুটা ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই অভিযোগ করেন, বিজেপি ক্রমশ 'ওয়ান ম্যান শো, টু ম্যান আর্মি' হয়ে উঠছে। শত্রুঘ্ন'র এই আক্রমণের লক্ষ্য যে কারা তা বুঝতে বাকি থাকেনি কারও। প্রসঙ্গত, বিজেপির ঘনিষ্ঠ সূত্র থেকে জানা গেছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে সম্ভবত বলিউডের বিহারী বাবুকে আর প্রার্থী করা হবে না। সে জায়গায় প্রার্থী হবেন, বিহারে দলের রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যের উপ মুখ্যমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার আগে থেকেই তিনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত মন্তব্য করে চলেছেন পাটনা সাহিবের বিজেপি সাংসদ। পক্ষান্তরে প্রায় সবসময়ই রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী নেতাদের প্রশংসা করে থাকেন। এই ঘটনায় মোদী ও অমিত শাহরা যে ক্ষুব্ধ তা বলাই বাহুল্য। এল কে আদবানির হাত ধরে বিজেপিতে অভিষেক হয়েছিল শত্রুঘ্ন'র। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থেকেই আদবানিকে কার্যত কোণঠাসা করে দিয়েছেন মোদী, অমিত শাহরা। আদবানি ঘনিষ্ঠ অনেকেই এরপর রফা করেই মোদী শিবিরে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু শত্রুঘ্ন সে পথে পা বাড়ায়নি। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাও চলতি বছরের গোড়াতে দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। একটি অনুষ্ঠানে তিনি মন্তব্য করেন, এখন সত্যি কথা বললেই তা হয়ে যায় দেশবিরোধী। শত্রুঘ্ন সিনহা এবং আমিও দেশবিরোধী।

আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজও ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত হয়ে সিবিআই তদন্তের মুখে

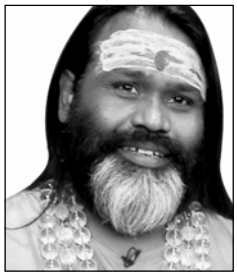

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : আরও এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজের বিরুদ্ধে এবার ধর্ষণের মামলা দায়ের হল। এই মামলার এক দফা শুনানির পর ৩০ অক্টোবর ফের শুনানির দিন ধার্য হয়েছে। দিল্লি পুলিশের অপরাধ দমন শাখা দাতি মহারাজের বিরুদ্ধে ধর্ষণ কাণ্ডে তদন্তের দায়িত্বে থাকলেও দিল্লি হাইকোর্ট বুধবার তাদের হাত থেকে এই দায়িত্ব সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআইকে দিয়েছে। দাতি মহারাজের আগে আরও অসংখ্য ধর্মগুরু এই একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে জেল খাটছেন। কেউ কেউ আবার সপুত্র জেলে রয়েছেন। পুত্রের বিরুদ্ধেও ধর্ষণের অভিযোগের বিচার চলছে।

এই স্বঘোষিত ধর্মগুরু এবং তাঁর কিছু শিষ্যের বিরুদ্ধে ২৫ বছরের এক তরুণী ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেন। ওই তরুণীর দাবি, প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিজেও দাতি মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। অত্যন্ত ভক্তি করতেন গুরুকে। কিন্তু মহারাজ এবং তাঁর দু'জন শিষ্য তাঁকে ধর্ষণ করার পর যাবতীয় মোহমুক্তি ঘটেছে। তিনি ফিরে গেছেন রাজস্থানে গ্রামের বাড়িতে। কীভাবে ধর্ষিতা হলেন তিনি?

শুনানির সময় আইনজীবীদের এই প্রশ্নে তরুণী জানান, স্বঘোষিত এই ধর্মগুরুর এক মহিলা শিষ্যা কার্যত জোর করে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দেন তাঁকে। তিনি তাঁর নানারকম কুপ্রস্তাব বাতিল করার পর তাঁকে জানানো হয়, দাতি মহারাজের আরও দুই শিষ্য রাতে তাঁর সঙ্গে ঘুমোবেন। একপ্রকার জোর করেই সেই রাতে মহারাজ ও তাঁর শিষ্যরা ধর্ষণ করে ওই তরুণীকে। হাইকোর্টে পিটিশন দাখিলের সময়ই তরুণী দাবি করেছিলেন, স্বঘোষিত ধর্মগুরু দাতি মহারাজ ও তাঁর দুই শিষ্যকে শুধু গ্রেফতার করাই নয়, তাঁদের প্রধান আশ্রম দু'টিও সিল করে দেওয়া উচিত। প্রসঙ্গত, আদালতে কেস দাখিলের সময় পর্যন্ত গ্রেফতার হননি দাতি মহারাজ। এই কারণে শুনানির সময় বিচারক দিল্লি পুলিশের অপরাধ শাখার তীব্র সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য গ্রেফতার করা হয় দাতি মহারাজকে।

দাতি মহারাজ একা নন, দেশের বিভিন্ন জেলে বন্দি রয়েছেন আসারাম বাপু ও তাঁর ছেলে, ডেরা সচা সওদা প্রধান রাম রহিম, আশু মহারাজ ও তাঁর ছেলে সহ বেশকিছু স্বঘোষিত ধর্মগুরু। এবার দাতি মহারাজ ও তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধেও সেই একই অভিযোগ উঠল। পুলিশ প্রথমে তদন্তে গা-ছাড়া মনোভাব দেখালেও পরে হাইকোর্টের সমালোচনায় গ্রেফতার করে দাতি মহারাজকে।

রাম মন্দিরের সমালোচনা করায় বিরোধীদের দুষলেন আরএসএস প্রধান

হরিদ্বার, ৩ অক্টোবর : অযোধ্যার রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে বিরোধীরা যেভাবে প্রকাশ্যেই বিরোধিতা করেন, তার নিন্দা করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। স্বয়ংসেবক চালকের দাবি, ভগবানকে দেশের অধিকাংশ মানুষ ভক্তি করেন। কাজেই রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে প্রকাশ্যে বিরোধিতার অর্থ অধিকাংশ মানুষের শ্রদ্ধাভক্তিকে অপমান করা। প্রসঙ্গত, চলতি সপ্তাহের গোড়ায় হরিদ্বারে যোগগুরু রামদেবের পতঞ্জলি যোগপীঠে এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। বিরোধীদের একহাত নেওয়াই নয়, আরএসএস প্রধান তাঁর ভাষণে ফের মনে করিয়ে দিয়েছেন, অযোধ্যায় বিরাট আকারে রাম মন্দির গড়তে সংঘ পরিবার এবং শাসক বিজেপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আরএসএস প্রধানের মতে, সরকারি কর্মীদের যেমন নিজস্ব অফিস রয়েছে, সেখানেই তারা আটকে থাকেন। সাধুসন্তদের কিন্তু এরকম কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। এইসব সীমারেখার ঊর্ধ্বে সাধুসন্তরা সর্বদা চেষ্টা করে থাকেন ধর্মকে আরও উন্নত মার্গে পৌঁছে দিতে। কারণ এতে দেশ ও সমাজের মঙ্গল হবে। আরএসএস প্রধানের পরই যোগগুরু বাবা রামদেব ভাষণ দিতে উঠে বলেন, মন্ত্রী ও ধনীরা যেখানে ব্যর্থ, সেখানে সফল সাধুরা। মন্ত্রী এবং ধনী ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে, সাধুসন্তরা তাদের থেকে অনেক বেশি দক্ষ।

No.2-17/GenI/Trans/SVO/DG/2017-18/561
OFFICE OF THE SENIOR VETERINARY OFFICE
LIVESTOCK FARM COMPLEX, DOLLYGUNJ
PORT BLAIR.
Port Blair, dated 28th September'2018.

e-TENDER NOTICE

On behalf of President of India, the Senior Veterinary officer, Livestock Farm Complex, Dollygunj invites online tender in single bid system from bonafide transportation agency for supply of vehicle for the transportation of departmental inputs/Livestock/store items alongwith labours for loading & unloading of LN2 containers, medicines, veterinary materials, store materials and fencing materials from Livestock Farm Complex, Dollygunj, VH Complex, Junglighat & Airport, Port Blair to different farms/units for a period of one year from the date of issue of acceptance letter.

Bidders intended to participate must go through the terms and conditions at the tender thoroughly. Tender documents can be accessed through e-procurement portal of A&N Administration website https://eproc.andaman.gov.in.

The tenderer has to submit '.10,000- (Rupees Ten thousand only) as EMD in the form of call deposit receipt/Bank guarantee from any nationalized bank drawn in favour of Senior Veterinary officer, Livestock Farm Complex, Dollygunj. A copy of the same has to be uploaded in the website and the original copy of EMD alongwith other relevant documents of Tender document shall be submitted in the Office of the Senior Veterinary Officer, LFC, Dollygunj. The EMD of the unsuccessful tenderers will be released after finalizing the tender. The successful tenderer shall submit Performance Guarantee for '.50,000/- in the form of FDR for a period of one year.

The rate should be quoted in the prescribed Price Schedule and uploaded. The Tender document is available in the website https://eproc.andaman.gov.in from 01/10/2018 to 23/10/2018 till 10:00AM and the same will be opened on 23/10/2018 at 10.30 AM through e-procurement portal website in the presence of tenderers if any in the undersigned office.

Tender ID:- AHVS/56

Senior Veterinary Officer
3299/18 Livestock Farm Complex, Dollygunj

গৌতম নভলাখার মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে মহারাষ্ট্র সরকার

মুম্বই, ৩ অক্টোবর : বামপন্থী সমাজকর্মী গৌতম নভলাখাকে দিল্লি হাইকোর্ট গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই মুক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মহারাষ্ট্র সরকার হাইকোর্টে যেতে চায়। প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের ভীমা-কোরেগাঁও কাণ্ডে তাঁদের প্রত্যক্ষ মদত রয়েছে অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে ৫ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীকে। আদালত তাদের গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ দেয়।

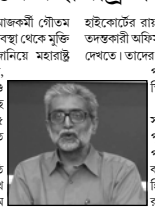

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে রঞ্জন গগৈ বুধবার শপথ নিয়েছেন। মহারাষ্ট্র সরকার গৌতম নভলাখাকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, তাতে অবিলম্বে স্থিতাবস্থা জারি করতে চায় মহারাষ্ট্র সরকার। আর সেজন্য দ্রুত সুপ্রিম কোর্টে যেতে চায় তারা। উল্লেখ্য, পুণে পুলিশ আগেই জানিয়েছিল মহারাষ্ট্রের সরকারি আইনজীবীরা দিল্লি হাইকোর্টের অর্ডারটি পরীক্ষা করে দেখছেন। গৌতম নভলাখাকে কিসের ভিত্তিতে দিল্লি হাইকোর্ট গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে তা খতিয়ে দেখে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে চান তাঁরা।

পুলিশও এখন মহারাষ্ট্র সরকারের আইনজীবীদের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। পুণে পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (শান্তিশৃঙ্খলা) শিবাজি বরখে দাবি করেছেন, সরকারি আইনজীবীরা এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেন দেখার পরই তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করবেন। বরখেও জানিয়েছেন, সরকারি আইনজীবীরা গৌতম নভলাখাকে নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের রায়টি বিচার বিবেচনা করে দেখছেন। তদন্তকারী অফিসাররাও দিল্লি যাচ্ছেন বিষয়টি খতিয়ে দেখতে। তাদের আইনি মতামত নেওয়ার পরই পুণে পুলিশ তাই তাদের পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করতে চায়।

প্রসঙ্গত, ভীমা-কোরেগাঁও হিংসার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পুণে পুলিশ আগস্টের শেষে নভলাখা সহ পাঁচ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করে। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে সমাজকর্মী হিসেবেও পরিচিত। গত ২৮ আগস্ট রাজধানী দিল্লি থেকে নভলাখাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকি চারজনকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রেফতার করা হয়। গত বছর ৩১ ডিসেম্বর 'এলগার পরিষদ'-এর কনক্লেভের পরই পুণের কাছে ১ জানুয়ারি ভীমা-কোরেগাঁও গ্রামে হিংসার তাণ্ডব ঘটতে দেখা যায়। তাই 'এলগার পরিষদ'-এর সঙ্গে জড়িতদের পুলিশ গ্রেফতার করে বলে দাবি করা হয়।

পুলিশ তাদের ট্রায়াল কোর্টে নিয়ে গেলে গৌতম সহ অন্য চার সমাজকর্মী কবি ও অধ্যাপক ভারভারা রাও, অরুণ ফেরেইরা, ভার্নন গঞ্জালভেস ও সুধা ভরদ্বাজকে গৃহবন্দি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁরা এরপর বারবার আদালতে গেলেও জামিন পাননি। তবে দিল্লি হাইকোর্ট সোমবার নভলাখাকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্তি দেয়। হাইকোর্টের বক্তব্য ছিল, সুপ্রিম কোর্ট গত সপ্তাহে তাঁকে চার সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত ফোরামে আবেদনের জন্য যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা মেনেই মুক্তি দেওয়া হল নভলাখাকে।

মানুষের নিরাপত্তা অবহেলা করে এখন গরুর উপর নজর দিক দিল্লি পুলিশ, চায় বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : বিজেপিকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, মোদীর দল এখন চায় এমসিডি এবং দিল্লি পুলিশ মানুষের নিরাপত্তা অবহেলা করে গরুর দিকে নজর দিক। দিল্লি প্রশাসনের উপর এই ভার চাপিয়ে দিয়ে গো-মাতাদের যত্নে রাখতে চায় বিজেপি বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, বিজেপি বিধায়ক বিজয়েন্দ্র গুপ্ত গরু মাফিয়াদের নিয়ে মন্তব্য করার পরই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই ক্ষোভ প্রকাশ্যে এল। প্রসঙ্গত, গুপ্ত সম্প্রতি বলেছেন, এমসিডি এবং দিল্লি পুলিশের উচিত, গরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। গোশালাগুলিতে জায়গার অভাবকেও এজন্য দায়ী করেছেন তিনি। গোশালাগুলিতে জায়গার অভাবের ফলে রাস্তায় বহু গরুকে ঘুরে বেড়াতে হয়। আর তাদের কৌশলে পাচার করে দেয় মাফিয়ারা।

বিজয়েন্দ্র টুইট করে আরও বলেছেন, দিল্লির পুর কর্পোরেশন এবং পুলিশের উচিত গরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জয়েন্ট অ্যাকশন প্ল্যান্ট তৈরি করা। বিজয়েন্দ্র'র এই মন্তব্যকে কার্যত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বুধবার সকালে টুইট করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। টুইট করে কেজরিওয়াল বলেন, বিজেপি চেয়েছিল দিল্লি পুলিশ ও পুরসভা মানুষের নিরাপত্তার দিক থেকে নজর সরিয়ে এবং রাস্তাঘাটের পরিচ্ছন্নতাকে অবহেলা করে নজর দিক গরুর দিকে। কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, বিজেপি চায় দিল্লি পুলিশ এবং এমসিডি'র যৌথ উদ্যোগে এই কাজ হোক। গুপ্তের মন্তব্যের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই অভিযোগ করেছেন। প্রসঙ্গত, বিজয়েন্দ্র জানিয়েছেন, মানুষের সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে কেজরিওয়াল রাজনীতিকেই প্রশ্রয় দিচ্ছেন। দিল্লির দুর্ভাগ্য যে মুখ্যমন্ত্রী সমস্যা সমাধান না করে খালি বড় বড় কথা বলেন। অথচ বাস্তব হল, ভবঘুরে জীবজন্তুরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। পরিচ্ছন্নতা ও মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে তাদেরও রক্ষা করা উচিত।

Society for Promotion of Vocational & Technical Education [SOVTECH]
Andaman & Nicobar Islands
(Society under A & N Administration registered under the Societies Registration Act, 1860, Regn. No. 1257 dated 21.03.2008)

F.No.SOV/1-61/CSC(Feedback)/2012(Vol-3)/272 Date: 01/10/2018

NOTICE INVITING NEW COMMON SERVICE CENTRES IN & N ISLANDS

The Member Secretary, SOVTECH invites applications from the young and energetic youths of Andaman & Nicobar Islands for Village Level Entrepreneurs for opening 12additionalCommon Service Centers in these Islands for the welfare of general public.

The proposed locations for new Common Service Centers in Andaman & Nicobar Islands are as follows:

SN	Tehsil	Location	Preferred CSC Location
1	Port Blair	Shadipur	Near Market
2	Ferrargunj	Mannarghat	Panchayat Building
3	Rangat	Sunderghar(Adojig)	Panchayat Building
4		Kausalyanagar	Panchayat Building
5		Sabri	Panchayat Building
6	Mayabunder	Swadeshnagar	Panchayat Building
7	Diglipur	Mohanpur	Panchayat Building
8		Shibpur	Panchayat Building
9	Little Andaman	Ramakrishnapur	Panchayat Building
10		Vivekanandapur	Panchayat Building
11	Campbell Bay	Laxminagar	Panchayat Building
12		Campbell Bay	Panchayat Building

The minimum essential qualifications required:-
Candidate should be 10th pass.
Basic Knowledge of Computer.
Should be a resident of Andaman & Nicobar Islands and belongs to the applied Panchayat.

Preference for CSC will be given on the following criteria:
Preference will be given in Panchayat/Municipal buildings.
Preference will be given to those prospective VLEs who are already offering social or business to citizen services to citizens in their localities.
In case, proposed CSC is not in Panchayat premises, preference will be given to CSCs which are easily accessible and approachable to general public especially old age/ disable persons.
Preference will be given to the location based on BSNL leased line feasibility.
Preference will be given to those CSCs which are already having computer infrastructure like Computers, Printers, Scanners, Point of Sale(POS) Machines& broadband connection.
Preference will be given to Women Entrepreneurs.

List of Mandatory Documents to be submitted:
Certificate of Age Proof.
Certificates of Educational Qualifications.
02 Photographs of the room (1 inner & 1 outer view).
Domicile Certificate or Islander Proof of A & N Islands.

The interested candidates may apply in prescribed format along with requisite documents on or before **15th October, 2018** to SOVETCH, DBRAIT Campus, Dollygunj, Old Pahargaon, Port Blair – 744103. The applications may be submitted directly to SOVTECH office/speed post /courier.

Postal or Courier delay will not be entertained.

Those who had submitted applications earlier for CSC should apply again in the prescribed format along with requisite documents.

Candidates may also download the Advertisement and Application format from www. andaman.gov.in/ www.sovtech.andaman.gov.in

Executive Officer
3291/18 SOVTECH
Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology Campus, Pahargaon, Port Blair – 744103
Phone: 03192- 259200 Fax: 03192- 250587 E-Mail: sovtech@and.nic.in

এআইআর-এর প্রথম বিদেশের জন্য সম্প্রচার দিবস পালন

নয়াদিল্লি, ৩ অক্টোবর : অল ইন্ডিয়া রেডিও সোমবার পালন করল এক্সটার্নাল ব্রডকাস্ট ডে। প্রসঙ্গত, ১৯৩৯ সালের ১ অক্টোবর এআইআর বিদেশি শ্রোতাদের জন্য তাদের প্রথম সম্প্রচার করে। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। ব্রিটিশ শাসন প্রায় অস্তমিত হওয়ার পথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি জার্মানির প্রচার ঠেকাতে ব্রিটিশ শাসকরা বিদেশি শ্রোতাদের জন্য অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে সম্প্রচার শুরু করে। সেই সম্প্রচারের ৮০তম জন্মদিন পালন করা হবে বছরভর। সঙ্গে থাকবে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার এতগুলি বছর পরে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণ করতে চান জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ। সেই অনুষ্ঠানও শুরু হয়েছে গত সোমবার।

দিল্লির সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন উস্তাদ আমজাদ আলি খান, ডঃ গীতা চন্দ্রন, তন্ময় বোস, ক্যারোলিনা প্রদা, ডঃ এন রঞ্জন সহ সংস্কৃতি জগতের আরও বহু নক্ষত্র। এক্সটার্নাল ব্রডকাস্ট দিবসের সূচনা করেন কেন্দ্রের তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের সচিব অমিত খারে, প্রসার ভারতীর চেয়ারম্যান এ সূর্যপ্রকাশ এবং প্রসার ভারতীর সিইও শশী শেখর ভেমপাতি। অল ইন্ডিয়া রেডিওর এক্সটার্নাল সার্ভিসেস শুরু করার মূল লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির প্রচার। কর্তৃপক্ষের মতে, একদা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির প্রচারের জন্য এক্সটার্নাল সার্ভিসেস শুরু হয়, এখন তাই হয়ে উঠেছে ভয়েস অফ ইন্ডিয়া। বিশ্ব মঞ্চে সারা ভারতের নানা কৃতিত্বের কথা শোনাচ্ছে তারা।

গত বছর এই ১ অক্টোবরই স্থির হয়েছিল, এ বছর দিনটি এক্সটার্নাল ব্রডকাস্টিং ডে হিসাবে পালন করা হবে। এক্সটার্নাল সার্ভিসেস ডিভিশনের প্রধান অম্লানজ্যোতি মজুমদারের দাবি, বিদেশেও এক্সটার্নাল ব্রডকাস্টিং ডে'র অনুষ্ঠান শোনা যাবে। কারণ এ ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম হচ্ছে। এআইআর-এর এক্সটার্নাল সার্ভিসেস যেসব অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে তা শর্ট ও মিডিয়াম ওয়েভের মাধ্যমে ৫০০টি দেশে পৌঁছে যাবে। প্রসঙ্গত, ভারতের এই ইন্টারন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ডিভিশন বিশ্বের অন্যতম পুরনো সম্প্রচার সংস্থা।